৮/৫/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৭...

...সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের...
শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারছেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু

অভিমত

শিক্ষা ব্য

যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত াছে এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা একটা স্বাধীন দেশের ন্য, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য, াটেই প্রত্যাশিত নয়। শিক্ষকতা পেশায় দীর্ঘ ভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে পারি– এ রনের শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকলে দেশের ষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষ ধনী থেকে আরো ধনী, াক্ষিত থেকে আরো শিক্ষত হবে। কিন্তু ধিকাংশ মানুষ সব ক্ষেত্রে আরো মারাত্মক পর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং মানবেতর জীবন থকে কোনোদিনই মুক্তি পাবে না। সাধারণ মানুষ য়তো জানে না যে, এ দেশে শিক্ষার সব ক্ষেত্রে তো ভয়াবহ বৈষম্য রয়েছে এবং এ বৈষম্যের লে জীবনে তারা কতো চরমভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

রকারি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র : দশের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও তুলনামূলকভাবে পেক্ষাকৃত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য র্ধারিত এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মধ্যবিত্ত, ধনী তথা দশের আমলা ও সরকারের লোকজনদের ন্তানরা ভর্তি হয় না। এ কারণে নুন আনতে পান্তা রায়-এর মতো বিভিন্ন সমস্যা এদের নিত্যসঙ্গী। যমন বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা; শ্রেণীকক্ষ, াক্ষক-কর্মচারি, শিক্ষা উপকরণের অভাব; শ্রণীতে ছাত্র সংখ্যার আধিক্য; বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাবদিহিতার অভাব; সরকারের উদাসীনতা, বহেলা ইত্যাদি। আর এ সবই শিক্ষাঙ্গনে পর্যয়ের অন্যতম কারণ। এসব সমস্যার ফলে াথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা অতি নিম্নমানের শিক্ষা য়ে বেরিয়ে আসে এবং পরে বেসরকারি উচ্চ দ্যালয়ে ওইসব ছাত্রছাত্রীর সমস্যা দেখা দেয়। বশেষে অনেক শিক্ষার্থীই অকালে ঝরে যায়। মস্যার এখানেই শেষ নয়, এ ধরনের শিক্ষা তিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সরকারি বেতনভাতা ও ন্যান্য সুযোগসুবিধা ভোগ করলেও উচ্চশিক্ষিত াক্ষকগণ নিম্ন বেতনই পাচ্ছেন, অর্থাৎ এসএসসি াস আর মাস্টার্স ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের একই ংক্তিতে মাপা হয়। ফলে তারা না চাইলেও াক্ষকতা পেশার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

ার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা : দেশের ধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, যারা শহর এলাকায় বসবাস রছেন তাদের সন্তানরা এ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলোয় লখাপড়া করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে নই বললেই চলে। এসব বিদ্যালয় পরিচালিত হয় বসরকারি ব্যবস্থাপনায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের াক্ষার মান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চয়ে অনেক উন্নত। তবে পরিতাপের বিষয়, সব কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা-র্মচারিদের চাকরি সম্পূর্ণ সাময়িক। সারা দেশে াতে গোনা কয়েকটি স্কুল এবং সেই স্কুলের র্ধারিত কিছু শিক্ষক ব্যতীত অধিকাংশেরই কানো সরকারি বেতনাদি, এমনকি কোনো নুদান পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জোটে না। শুধু তাই য়, তাদের অস্তিত্বেরও স্বীকৃতি নেই। প্রতিষ্ঠান র্তৃক যতোদূর সম্ভব সামান্য বেতনই তাদের দান করা হয়। তাদের ভরসা শিক্ষকতার মহান পশার ওই সাইনবোর্ড এবং পরিচিতি, যা টিউশনি াওয়ার একমাত্র সহায়ক সনদ আর কি! এই াক্ষকরা দারুণভাবে বঞ্চিত। অথচ সরকারি বদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই তারা অধিক মেধাবী ও শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন শুধু টিকে াকার প্রত্যাশায়।

বসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : দেশের াথমিক শিক্ষার বেশ একটা অংশের গুরুদায়িত্ব হন করছে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পেক্ষাকৃত নিম্ন মধ্যবিত্তের অবহেলিত এবং পজাতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ালেখা

করছে। অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই জরাজীর্ণ দশা, আ প্রতিকূল অবস্থা এবং পরিবেশে প্রতিষ্ঠানগুলো আবার দুই-তিন সরব র রেজিস্ট্রিভুক্ত, অ রেজিস্ট্রিভুক্ত হওয়ার জন্য পরও রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে না টিকে আছে। সরকার নিবন্ধন মাসোহারা প্রদান করলেও প্রতি অমানবিক আচরণ ও নির্মম ছলচাতুরি এবং তাম দেখলে দেখা যাবে, এ শিক্ষার্থীদের নানাভাবে আমদ দ্বারা শোষণ ও বঞ্চনা করা হ

এনজিও কর্তৃক পরিচালিত অতিমাত্রায় দরিদ্র এবং অবহে তথা প্রত্যন্ত অঞ্চল ও উপজা হয়ে বিদেশী অর্থায়নে তাদে জন্য ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা ই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে নিম্নমানের এবং সত্যিকার দায়সারা গোছের। এমনকি ত

ক্যাডেট কলেজের এ
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন
ক্যাডেট কলেজের একজ
৬৮ জন ছাত্রের
লং

নিজস্ব পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া অধিকার থেকে প্রায় বঞ্চিত সরকার তাদের কোনো অধিক এবং বঞ্চিত প্রতিষ্ঠানে নি কর্মচারীগণ এনজিও কর্তৃক প্র কাজ করছেন একেবারেই ক তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত তেমন নেই। এ কারণে চাষা আসবাবপত্রহীন ঘরে নির্দিষ্ট সম প্রক্রিয়া সচল রাখা হয়। এস অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই শিক্ষাজী হয়ে যাচ্ছে। উচ্চ বিদ্যাল দেখারও সুযোগ তারা পায় না।

মক্তব ও ফোরকানিয়া মাদ্রা সর্বত্রই মসজিদ ও তৎসংলগ্ন ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান, কোরআ মহান লক্ষ্যে মক্তব বা যে পরিচালিত হয়ে আসছে। এদে কোনো দায়দায়িত্ব নেই। এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণেরও এখা এসব প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান বি

নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞ

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

১। এতদ্বারা গণপূর্ত অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত সকল শ্রেণীর
তালিকা অনুযায়ী মালামালসমূহ যেখানে যে অবস্থায় আ
আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্রসমূহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর
চট্টগ্রাম/রাঙ্গামাটি গণপূর্ত বিভাগ/ খাগড়াছড়ি গণপূর্ত
২০০১ইং তারিখে দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হই
(যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে খোলা হইবে।

২। কাজের নাম : চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-২ এর অধীন অব্য
(আর্থিক বৎসর ২০০০-২০০১ইং)

৩। গ্রুপ তালিকা :

গ্রুপ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমা
১।	পিকেড ঝামা ইট	৪৫,০০০
২।	পিকেড ঝামা ইট	৪৫,০০০
৩।	১ম শ্রেণীর ইট	৪১,২৮১
৪।	পিকেড ঝামা ইট	১৫,১৩৭
	পিকেড ঝামা ইট	৩৫২৯.৪২
৫।	১ম শ্রেণীর/পিকেড ঝামা ব্যাটস	২১০০.০
৬।	১ম শ্রেণীর/পিকেড ঝামা ব্যাটস	১২০০.০
৭।	কয়লা	২৪.০০
৮।	কয়লা	২৪.০০
৯।	কয়লা	২৪.০০
১০।	কয়লা	২৪.০০
১১।	কয়লা	২৪.০০
১২।	কয়লা	২৪.০০
১৩।	কয়লা	২৪.০০
১৪।	কয়লা	২৪.০০
১৫।	কয়লা	২৪.০০
১৬।	কয়লা	২৪.০০
১৭।	কয়লা	২৪.০০
১৮।	কয়লা	২৪.০০
১৯।	কয়লা	২৪.০০
২০।	কয়লা	২৪.০০
২১।	কয়লা	৪৬.০০
২২।	কয়লা	৪৬.০০
২৩।	কয়লা	৪৬.০০
২৪।	কয়লা	৪৬.০০
২৫।	কয়লা	৪৬.০০
২৬।	কয়লা	৪৬.০০
২৭।	কয়লা	৪৬.০০
২৮।	কয়লা	৪৬.০০
২৯।	কয়লা	৪৬.০০
৩০।	কয়লা	৪৬.০০
৩১।	কয়লা	৪৬.০০